দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ..22 JUL 2009...
পৃষ্ঠা ...৬... কলাম ...১...

পাঠকের অভিমত

কওমী মাদ্রাসার স্বীকৃতি অতীব প্রয়োজন

মাওলানা হাবীবুল্লাহ আশরাফ

তুর্কী খেলাফতের পতন ঘটার পর মুসলমানরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তারা ক্ষমতাচ্যুত হতে থাকে, ক্ষমতা হারাতে থাকে। স্বাধীনতা আর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হারানোর ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় মুসলিম বিশ্ব বহু পিছনে পড়ে যায়। স্বাধীনতা ও খেলাফত হারানোর পর মুসলমানরা এর প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব মর্মে মর্মে অনুধাবন করেন। শুরু হয়ে যায় হারানো স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রাম। ভারত উপমহাদেশে সিপাহী বিপ্লবের পর এক ভয়ংকর সংকট মুহূর্তে ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় শিক্ষার বাতিটাকে বাঁচিয়ে রাখা। যার অনুসরণে উপমহাদেশের কোণায় কোণায় হাজার হাজার কওমী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। যা উপমহাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে বিরাট ভূমিকা রাখে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, স্বাধীনতার পরও সে শিক্ষা স্বীকৃতিহীন রয়ে গেল। কওমী ধারায় লাখ লাখ শিক্ষার্থী শিক্ষিত হলেন। কিন্তু দেশ ও জাতি গঠনের জন্য আইন, বিচার, শাসন, উন্নয়ন, শিল্প, বাণিজ্য রাষ্ট্রীয় ধারায় শিক্ষা, চিকিৎসা, এমনকি প্রতিরক্ষাসহ কোন বিভাগেই তাদের অবদান রাখার সুযোগ থাকল না। কারণ এসব বিভাগে তাদের প্রবেশের কোন সুযোগ নেই। এ দুর্বিষহ অবস্থা অন্য দেশ কাটিয়ে উঠতে পারলেও বাংলাদেশ এখনও পারেনি। বিশ্বের কোন দেশেই শিক্ষা স্বীকৃতিহীন নয়। শত বিড়ম্বনার স্বীকার শুধু বাংলাদেশের কওমী মাদ্রাসা শিক্ষিতরা। পাকিস্তানের আলেমগণ এই বিড়ম্বনা থেকে বের হয়ে আসতে পেরেছেন। পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের সময় পাকিস্তানের আলেমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কওমী মাদ্রাসার স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছেন। তাই তাদের কওমী মাদ্রাসা শিক্ষিতরা ইউনিভার্সিটির ডিগ্রী নিয়ে সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন। তাদের এখন গর্বিত বিচরণ সর্বত্র। তাদের অনেকে এখন দেশের প্রথম শ্রেণীর নাগরিক। বাংলাদেশেও কওমী মাদ্রাসার স্বীকৃতি থাকলে এতসব বিড়ম্বনার স্বীকার হতে হতো না। নিজ দেশে পরদেশীর মত জীবন কাটানোর দুঃখজনক অবস্থা হতো না। মহা জোট সরকার এ ব্যাপারে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন। কিন্তু দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কওমী মাদরাসা বা কর্তৃপক্ষ তাদের শিক্ষার্থীদের দাবীর বিষয়টা কতটুকু বিবেচনা করছেন সেটাই দেখার বিষয়।

বিশ্বের সকল মুসলিম দেশে ইসলামী শিক্ষার স্বীকৃতি আছে। তাদের দেশের আলেমরা দ্বীন নিয়ে চলতে পারেন। সুতরাং কওমী শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ এবং দেশে ইসলামী পরিবেশের কথা বিবেচনা করে স্বীকৃতি আদায়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা এখন সময়ের দাবী।

❑ সুনামগঞ্জ থেকে